বিশেষ বুলেটিন

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

নায়েবে আমীর শামসুল ইসলাম গ্রেফতার ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রতিবাদ

গ্রেফতার-হয়রানি ও জুলুম-নির্যাতন করে কোনো আদর্শিক সংগঠনকে দমিয়ে রাখা যায় না : ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ আজ একটি গণতন্ত্রহীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে : মাওলানা এটিএম মা'ছুম

বিশেষ বুলেটিন

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

সম্পাদক
মতিউর রহমান আকন্দ

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সম্পাদকীয়

জামায়াত নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। জামায়াত দেশের সংবিধান ও বিদ্যমান আইন অনুযায়ী তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। জামায়াতের রাজনীতি প্রকাশ্য। কোন গোপন কার্যক্রমের সাথে জামায়াতের কোন সম্পর্ক নেই। জামায়াত কোন ধরনের শক্তি প্রয়োগের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে জামায়াতই একমাত্র দল যাদের অভ্যন্তরে শতভাগ গণতন্ত্র চর্চা রয়েছে। জামায়াতের কর্মীগণ সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ম অনুসরণ করে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। জামায়াত বিশ্বাস করে জনগণ চাইলেই কেবল ইসলামের বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা হতে পারে। জনগণ না চাইলে ইসলামী শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার কোন বিষয় নয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই'। জামায়াত কুরআনের এ শাশ্বত বিধানকে অনুসরণ করে তার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। জামায়াত মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জামায়াতের নেতা ও কর্মীগণ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা দেয়ার চেষ্টা করেছে। লকডাউনে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ যখন অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত ঠিক সেই মুহূর্তে জামায়াতের সকল জনশক্তি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে খাদ্য সামগ্রী, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ সারাদেশের ত্রাণ তৎপরতা চালিয়েছে। অসহায় অনেক মানুষের ঘরবাড়ি তৈরী করে দিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও বন্যাকালীন দুর্যোগময় মুহূর্তে জামায়াত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিধবা ও অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে।

জামায়াত নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী। জামায়াতের কোন কর্মীর নিয়মবহির্ভূত বেআইনী কাজে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ নেই। এ ধরনের কাজে সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে জামায়াত তাকে দলের কর্মী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে না। জামায়াতের বিরুদ্ধে বহুবার ধ্বংসাত্মক কাজের অভিযোগ আনা হয়েছে কিন্তু কোন অভিযোগই প্রমাণ করতে পারে নাই। জামায়াতের বর্তমান আমীর ডা: শফিকুর রহমান সেক্রেটারী জেনারেল থাকা অবস্থায় ঘোষণা দিয়েছিলেন নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দেশের কোথাও কোন ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের সাথে জামায়াত কর্মীর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে জামায়াত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করবে। এ ধরনের একটি দলকে এবং দলের নেতা-কর্মীদেরকে সাংগঠনিক বৈঠক থেকে ধরে নিয়ে 'গোপন বৈঠক', 'নাশকতার পরিকল্পনা', 'জিহাদী বই উদ্ধার' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা নিতান্তই অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর সাথে জামায়াতের কোন সম্পর্ক নেই।

নায়েবে আমীর শামসুল ইসলাম গ্রেফতার

গ্রেফতার-হয়রানি ও জুলুম-নির্যাতন করে কোনো আদর্শিক সংগঠনকে দমিয়ে রাখা যায় না

-ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি মাওলানা আ.ন.ম শামসুল ইসলামকে গ্রেফতার করার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ৯ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি মাওলানা আ.ন.ম শামসুল ইসলামকে ৮ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে রাজধানীর উত্তরার একটি বাসা থেকে পুলিশ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকা থেকে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ও কেন্দ্রীয় ৬ জন নেতৃবৃন্দসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ ছাড়া গত দু'দিনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জামায়াত-শিবিরের ১৫ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকার পুলিশ দিয়ে একের পর এক জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে হয়রানি করছে। নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করার মাধ্যমে সরকার জামায়াতকে নেতৃত্বশূন্য করার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তা কখনো সফল হবে না। আমরা সরকারের অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানাতে চাই, এভাবে গ্রেফতার-হয়রানি ও জুলুম-নির্যাতন করে কোনো আদর্শিক সংগঠনকে দমিয়ে রাখা যায় না।

অবিলম্বে গ্রেফতার-হয়রানি বন্ধ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক এমপি মাওলানা আ.ন.ম শামসুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ সারাদেশে গ্রেফতারকৃত জামায়াত-শিবিরের সকল নেতা-কর্মীকে নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস

বাংলাদেশ আজ একটি গণতন্ত্রহীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে : মাওলানা এটিএম মা'ছুম

১৫ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস' উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মা'ছুম ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "১৫ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস'। বাংলাদেশে আজ এমন এক পরিস্থিতি বিরাজ করছে, যখন দেশে গণতন্ত্র ও বাক-স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। প্রতিনিয়ত মানবাধিকারের লঙ্ঘন ও হামলা, মামলা, গুম, খুনের শিকার হচ্ছে মানুষ। সম্প্রতি মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যুক্তরাজ্যের বিদেশ ও কমনওয়েলথ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত ২০২০ সালের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক

পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং তারা মানবাধিকার নিয়ে উদ্বেগে থাকা ৩২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকেও যুক্ত করেছে।

মূলত বাংলাদেশে আজ একটি গণতন্ত্রহীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। মানুষের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে কিছু নেই। মানুষের ভোটাধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার ও স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকারসহ সবকিছুই বর্তমান সরকার কেড়ে নিয়েছে। সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বললেই তাকে মামলা দিয়ে, জেলে পাঠিয়ে

বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। এ সরকারের আমলে সবচাইতে বেশি জুলুমের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীগণ। সম্প্রতি জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদেরকেও অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অগ্রাহ্য করে নেতৃবৃন্দকে দিনের পর দিন রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় এবং সরকারের সকল গণবিরোধী কর্মকাণ্ড, অন্যায় ও জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য আমি সচেতন দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

৪০ ঘন্টা পর আদালতে শামসুল ইসলামকে হাজির
আইনজীবীদের সাংবাদিক সম্মেলন

জনাব শামসুল ইসলাম মানসিকভাবে অত্যন্ত দৃঢ় আছেন, তিনি ইসলামী আন্দোলনের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত : মতিউর রহমান আকন্দ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আ.ন.ম শামসুল ইসলামকে গ্রেফতারের ৪০ ঘন্টা পরে আদালতে উপস্থাপন ও ৪ দিনের রিমান্ডে নেয়া প্রসঙ্গে জনাব শামসুল ইসলামের আইনজীবীগণ সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন। প্রেস ব্রিফিং-এ এডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আ.ন.ম শামসুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয় ৮ সেপ্টেম্বর রাত ১:১৫ টায়। আইন অনুযায়ী গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করার কথা। আর হাজির করা হলো ৪০ ঘন্টা পর ১০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪ টায়। এটা আইন ও সংবিধানের সুস্পষ্ট লংঘন।

জনাব শামসুল ইসলামকে ভাটারা থানার সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় সন্দিগ্ধ আসামী হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয়। ৬ সেপ্টেম্বর সেক্রেটারী জেনারেল সহ অন্যান্যদের গ্রেফতার করে ঐ মামলাটি সাজানো হয়। আদালতে সরকার পক্ষ জনাব শামসুল ইসলামের বিরুদ্ধে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে।

তার নিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে আমরা আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে মামলাটি আইনগতভাবে চলতে পারে না মর্মে বিজ্ঞ আদালতের সামনে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করি ও রিমান্ড বাতিলের আবেদন জানাই। বিজ্ঞ আদালত আমাদের আবেদন না মঞ্জুর করেন ও ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

জনাব শামসুল ইসলাম মানসিকভাবে অত্যন্ত দৃঢ় আছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। তিনি দেশবাসীকে সালাম জানিয়েছেন। তাঁর এলাকাবাসিকে তিনি ধৈর্য ধরার আহবান জানিয়েছেন ও তার জন্য দোয়া করতে বলেছেন।

প্রেস ব্রিফিং-এ উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক, এসএম কামাল উদ্দিন, লুৎফর রহমান আজাদ, শহীদুল ইসলাম, আবু বাকার সিদ্দিক, ড. হেলাল উদ্দিন, আশরাফুজ্জামান শাকিল, আজিম উদ্দিন শিমুল, মো: আবুল হাকাম, মো: ফয়জুল্লাহসহ প্রমূখ আইনজীবী।

৪ দিনের রিমান্ড শেষে সেক্রেটারি জেনারেলসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আদালতে হাজির পুনরায় ২ দিনের রিমান্ডে নেয়ায় আমীরে জামায়াতের নিন্দা

সরকার জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের পথ গ্রহণ করেছে -ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খানসহ ৫ জনকে ২ দিনের রিমান্ডে নেওয়া ও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১২ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "গত ৬ সেপ্টেম্বর জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ৭ সেপ্টেম্বর তাদেরকে ৪ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। রিমান্ড শেষে ১২ সেপ্টেম্বর তাদেরকে

আদালতে হাজির করা হয় এবং আরো ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন জানানো হয়। বিজ্ঞ আদালত ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গ্রেফতার থেকে আজ ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ দিন যাবত জামায়াতের নেতৃবৃন্দ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাযতে রয়েছেন। তারা সকলেই সম্মানিত ব্যক্তি। এর মধ্যে ২ জন সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য। একজন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য। অন্যান্যরা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত। তাদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করে ও হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসরণ না করে রিমান্ডে নিয়ে তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। বার বার রিমান্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সেই নির্দেশনা অনুসরণ না করে আজ আবারও তাদেরকে রিমান্ডে নেওয়ায় আমরা উদ্বিগ্ন। সরকার জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ণের পথ গ্রহণ করেছে।

আমরা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের রিমান্ড বাতিল করে অবিলম্বে সারাদেশে গ্রেফতারকৃত সকল নেতা-কর্মীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

সেক্রেটারি জেনারেলসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে পুনরায় ২ দিনের রিমান্ড পরবর্তী আইনজীবীদের বক্তব্য

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ পাঁচজনকে পুনরায় ২ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। রাজধানীর ভাটারা থানার মামলায় ৪ দিনের রিমান্ডে শেষে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ রোববার জামায়াত নেতৃবৃন্দকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। রিমান্ডে যাওয়া অন্যরা হলেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান, নির্বাহী পরিষদ সদস্য মো: ইজ্জত উল্লাহ, মোবারক হোসেন ও ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ইয়াসিন আরাফাত। এছাড়া একই আদালত দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ ও নির্বাহী পরিষদ সদস্য আব্দুর রবকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

আদালতে নেতৃবৃন্দের পক্ষে রিমান্ড বাতিল করে জামিনের প্রার্থনা করেন আইনজীবীরা। তাদের পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক, এসএম কামাল উদ্দিন, মতিউর রহমান আকন্দ, লুৎফর রহমান আজাদ, শহীদুল ইসলাম, আবু বাকার সিদ্দিক, ড. হেলাল উদ্দিন, আশরাফুজ্জামান শাকিল, আজিম উদ্দিন শিমুল, মো: আবুল হাকাম, মো: ফয়জুল্লাহসহ দুই শতাধিক আইনজীবী।

আইনজীবীরা বলেন, এ মামলায় ৪ দিনের রিমান্ড ছিলো, কিন্তু ৬ দিন তারা পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার জন্যই তাদের বিরুদ্ধে এ মামলা দেয়া হয়েছে। এ মামলাটি চলতে পারে না। তাদের মধ্যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য রয়েছেন। গুরুতর অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তি রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে রিমান্ডের আবেদন বাতিল করে জামিন দেয়ার জন্য প্রার্থনা করেন আইনজীবীরা।

রিমান্ড শেষে কারাগারে জামায়াত নেতৃবৃন্দ

ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার আহ্বান

৬ সেপ্টেম্বর জামায়াতের সাংগঠনিক বৈঠক চলাকালে রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দকে দুই দফা রিমান্ড শেষে ১৫ সেপ্টেম্বর বুধবার আদালতে হাজির করা হয়। বিজ্ঞ আদালতে আইনজীবীগণ নেতৃবৃন্দের জামিনের জন্য আবেদন করেন। জামিন আবেদনের শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ, এ্যাডভোকেট আবদুর রাজ্জাক, এ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন, এ্যাডভোকেট ইউসুফ আলী, এ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল, এ্যাডভোকেট লুৎফর রহমান আজাদ, এ্যাডভোকেট আবু বক্কর ও এ্যাডভোকেট হেলাল উদ্দিনসহ বিপুল সংখ্যক আইনজীবী। আইনজীবীগণ তাদের বক্তব্যে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রেফারেন্স এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইনের বিভিন্ন ধারা তুলে ধরে মামলার ত্রুটিপূর্ণ দিকসমূহ আদালতের সামনে উপস্থাপন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীগণ জামিনের বিরোধিতা করে তাদের যুক্তি তুলে ধরেন। বিজ্ঞ আদালত উভয়

পক্ষের যুক্তি-তর্ক শোনেন এবং জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে নেতৃবৃন্দকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

পরে আদালতের অনুমতি নিয়ে ৬ জন আইনজীবী ৬ জন নেতার সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়েরকৃত মামলার এজাহারে বর্ণিত বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "মামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলামী আন্দোলন করি। মামলা দিয়ে এ আন্দোলন দমানো যাবে না।" নেতৃবৃন্দ আইনজীবীগণকে এ আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন।

আইনজীবীগণ জানান, নেতৃবৃন্দ শারীরিকভাবে কিছুটা ক্লান্ত হলেও মানসিকভাবে অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত রয়েছেন। নেতৃবৃন্দ ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়ে দেশবাসিকে সালাম জানিয়েছেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতে বলেছেন।

শামসুল ইসলামসহ নেতাকর্মীদের রিমান্ড ও নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

সরকারের স্বৈরাচারী আচরণ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করেছে

- নূরুল ইসলাম বুলবুল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আ.ন.ম শামসুল ইসলামকে গ্রেফতারের ৪০ ঘন্টা পরে আদালতে উপস্থাপন ও অযৌক্তিক রিমান্ড প্রদানের ঘটনায় এবং জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল থেকে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার, রিমান্ড ও তাদের নিয়ে অভিযানের নামে পরিবারের সদস্যদের নির্যাতনের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুল।

১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ শুক্রবার দেয়া বিবৃতিতে তিনি বলেন, রাজধানী ঢাকার উত্তরার একটি বাসা থেকে সাবেক সংসদ সদস্য (এম.পি) জননেতা আ.ন.ম শামসুল ইসলামকে কোন প্রকার পরোয়ানা ছাড়াই সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার ৪০ ঘন্টা পরে আদালতে উপস্থাপন ও রিমান্ড প্রদানের ঘটনা সরাসরি সংবিধান ও নাগরিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন। এছাড়াও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল থেকে গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের অযৌক্তিক রিমান্ড, নির্যাতন ও অভিযানের নামে পরিবারের সদস্যদের হয়রানির ঘটনা রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের পেশাদারিত্বের অভাব ও দলীয় মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। অপরদিকে সরকারের স্বৈরাচারী আচরণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করেছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষ ও রাজনৈতিক সংগঠনের রাজনৈতিক সভাসমুহ ও কর্মকান্ড পরিচালনা করা সাংবিধানিক অধিকার। অথচ সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর উপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। অন্যায়ভাবে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আ.ন.ম শামসুল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান, হামিদুর রহমান আজাদসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করেছে। যা সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূত ও মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী। তিনি সরকারকে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে মুক্তি এবং সংবিধান প্রদত্ত জামায়াতের রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার উদাত্ত আহবান জানান। অন্যথায় রাজপথের তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে জামায়াতের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তি নিশ্চিত করা হবে।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার ও রিমান্ডের নামে হয়রানির নিন্দা

সরকার জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে চায়

- মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি মাওলানা আ.ন.ম শামসুল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ও এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার, কথিত রিমাণ্ডের নামে হয়রানি ও নাজেহালের তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ ও গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমীর মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ শনিবার দেয়া বিবৃতিতে মহানগরী আমীর বলেন, সরকার জনগণের আস্থা হারিয়ে বিরোধী দলের ওপর নতুন করে দলন-পীড়ন শুরু করেছে। সে ধারাবাহিকতায় জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি মাওলানা আ ন ম শামসুল ইসলামকে ৮ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে রাজধানীর উত্তরার বাসা থেকে পুলিশ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে। তার মাত্র ২ দিন আগেই সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ও এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদকে গ্রেফতার করেছে। যা সরকারের রাজনৈতিক ও আদর্শিক দেউলিয়াত্বের পরিচয় বহন করে।

তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী একটি নিয়মতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, গণমুখী ও আদর্শবাদী রাজনৈতিক দল। গণতান্ত্রিক আদর্শ ও সংবিধান মেনেই জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গণমানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেকোন ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও রাজপথে সভা-সমাবেশ করা জনগণের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার হলেও সরকার জনগণের সে অধিকারকে অনেক আগেই কেড়ে নিয়েছে। এমনকি ঘরোয়া বৈঠকসহ বাসস্থান থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে সরকার আবারও প্রমাণ করেছে তারা গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক শাসনে বিশ্বাসী নয় বরং জনগণের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে চায়। কিন্তু সচেতন জনতা তাদের সে স্বপ্ন কখনোই বাস্তবায়িত হতে দেবে না বরং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের সকল বেআইনী কর্মকাণ্ডের জবাব দেবে।

মহানগরী আমীর, মাওলানা আ.ন.ম শামসুল ইসলামসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে তিনিসহ গ্রেফতার জামায়াত নেতৃবৃন্দকে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন।

শামসুল ইসলামকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে উত্তাল ঢাকা ও চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি মাওলানা আ.ন.ম শামসুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ০৮ সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে রাজধানীর উত্তরা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মাওলানা শামসুল ইসলামকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

দুর্নীতিতে নিমজ্জিত সরকার জনরোষ থেকে বাঁচতেই নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করছে

- ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আ.ন.ম শামসুল ইসলামকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের নেতৃত্বে গতকাল বিকালে বিক্ষোভ মিছিলটি রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র কমলাপুর রেলস্টেশনের সামনে থেকে শুরু হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে এক প্রতিবাদ সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি মুহা. দেলাওয়ার হোসেন ও আবদুল জব্বার, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য আব্দুস সবুর ফকির, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মোকাররম হোসাইন, শামছুর রহমান, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মোবারক হোসাইন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগরী পূর্বের সভাপতি আবুল খায়ের, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আবু নোমান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি সাজ্জাদ হোসাইন, ঢাকা কলেজ সভাপতি শফিউল আলম, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের মজলিশে শূরা সদস্য আমিনুর রহমান, মতিউর রহমান, মোহাম্মদ আলী, আব্দুস সাত্তার সুমন, শরিফুল ইসলাম, আশরাফুল আলম ইমনসহ জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের বিভিন্ন থানা শাখার আমীর ও সেক্রেটারিবৃন্দ প্রমুখ।

মিছিলোত্তর প্রতিবাদ সমাবেশে ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি, সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আ.ন.ম শামসুল ইসলামকে অন্যায়ভাবে মধ্যরাতে নিজ বাসা থেকে রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে আটক করা হয়েছে। এছাড়াও গত ২ দিন পূর্বে সেক্রেটারি জেনারেলসহ ৯ জন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত সরকার জনরোষ থেকে বাঁচতে এবং জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতেই একের পর এক জামায়াত নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করছে। গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন

সরকার মূলত জামায়াতকে নেতৃত্ব শূন্য করার অপচেষ্টা করছে। তাদের এই ষড়যন্ত্র এদেশের মুক্তিকামী মানুষ কখনোই বাস্তবায়ন করতে দেবেনা। আমরা সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) জননেতা আ.ন.ম শামসুল ইসলামকে গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একইসাথে অবিলম্বে জামায়াতের নায়েবে আমীর সাবেক এমপি আ.ন.ম শামসুল ইসলাম, সেক্রেটারী জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান, হামিদুর রহমান আজাদসহ সারাদেশে আটককৃত সকল জামায়াত নেতাকর্মীকে মুক্তি দেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

ড. মাসুদ আরও বলেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার গণতন্ত্রের কবর রচনা করে বাংলাদেশে একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েম করেছে। তারা জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়ে বিরোধী দল ও মতের ব্যক্তিদের নির্মূলের পথ বেছে নিয়েছে। এটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। ইতিহাস পাতায় দেখা যায় যে, পূর্বে কোন স্বৈরশাসকের পরিণতি কখনো ভালো হয়নি। অন্যায় অবিচার করে তারা ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেনি। আমরা স্পষ্ট ভাষায় সরকারকে বলতে চাই, এভাবে গ্রেপ্তার, রিমান্ড, জুলুম ও নির্যাতন করে জামায়াতে ইসলামীর মত একটি আদর্শিক সংগঠনকে নির্মূল করা যাবে না। তিনি এ চরম সত্যটি উপলব্ধি করে সরকারকে এধরনের রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক জঘন্য আচরণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। অন্যথায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য করে ও সকল অন্যায়ের সমুচিত জবাব দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন তিনি।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

শামসুল ইসলামের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

গণবিচ্ছিন্ন সরকার দিশেহারা হয়ে নতুন করে দলন-পীড়ন শুরু করেছে

- ড. রেজাউল করিম

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন, গণবিচ্ছিন্ন সরকার এখন দিশেহারা হয়ে বিরোধী দলের ওপর নতুন করে দলন-পীড়ন শুরু করেছে। সে ধারাবাহিকতায় জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি মাওলানা আ.ন.ম শামসুল ইসলামকে ৮ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত ১টায় রাজধানীর উত্তরার একটি বাসা থেকে পুলিশ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে। যা সরকারের ফ্যাসিবাদী বা বাকশালী মাসিকতার পরিচয় বহন করে। তিনি মাওলানা আ ন ম শামসুল ইসলামকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। অবিলম্বে শামসুল ইসলামসহ

গ্রেফতার সকল জামায়াত নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন।

৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:৩০ টায় রাজধানীর শ্যামলীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তর আয়োজিত নায়েবে আমীর মাওলানা আ ন ম শামসুল ইসলামের গ্রেফতার প্রতিবাদ ও অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ পরবর্তী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। মিছিলটি শ্যামলী ব্রিজ থেকে শুরু হয়ে পান্থপথ সড়কে সমাবেশে মিলিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি লস্কর মুহাম্মদ তাসলিম, মাহফুজুর রহমান ও ফখরুদ্দিন মানিক, মহানগরী মজলিসে শূরা সদস্য জিয়াউল হাসান, আতাউর রহমান সরকার, এডভোকেট ইব্রাহিম খলিল, শিবিরের কেন্দ্রীয় কলেজ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মারুফ, ঢাকা মহানগর পশ্চিম শাখা শিবির সভাপতি শাব্বির বিন হারুন ও মহানগর উত্তর সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

এম আর করিম বলেন, চারদিকে সরকারের পতনের ঘন্টা বেজে উঠেছে। সরকারের জুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য জনগণ যখন সংগঠিত হচ্ছে, ঠিক তখনই বিরোধী মত-পথের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার, বাসা-অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর শুরু করে সরকার তার দেউলিয়াত্বেরই পরিচয় দিচ্ছে।

গত ৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকা থেকে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান, এ এইচ এম হামিদুর রহমান আজাদ, নির্বাহী পরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহ, আ.রব, মোবারক হোসাইন, মহানগরী কর্মপরিষদ সদস্য ইয়াসিন আরাফাতসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ছাড়াও গত দু'দিনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জামায়াত-শিবিরের ২০ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকার পুলিশ বাহিনীকে দিয়ে একের পর এক জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে কথিত রিমান্ডে নিয়ে হয়রানি ও নির্যাতন করছে।

মূলত, অবৈধ সরকার দলন-পীড়ন চালিয়ে তাদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে চায়। কিন্তু, সচেতন জনগণ তাদের সে ষড়যন্ত্র কখনো বাস্তবায়িত হতে দেবে না। বরং সম্মিলিতভাবে সকল ষড়যন্ত্র রুখে দেবে।

তিনি সরকারকে নেতিবাচক রাজনীতি পরিহার করে ইতিবাচক ও গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতিতে ফিরে আসার আহবান জানান। অন্যথায় এই জুলুমের জন্য একদিন সরকারকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে হবে।

চট্টগ্রাম মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি মাওলানা আ.ন.ম শামসুল ইসলাম কে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান।

রাজধানীতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বিক্ষোভ

আ.ন.ম শামসুল ইসলামের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম শামসুল ইসলামের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকাতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তর শাখা। কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহর নেতৃত্বে মিছিলটি যমুনা ফিউচার পার্ক এলাকা থেকে শুরু হয়ে কুড়িল বিশ্বরোডে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সমাবেশে মহিব্বুল্লাহ বলেন, সরকার দেশে একনায়কতন্ত্র কায়েমের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে লক্ষ্যে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের নামে অহরহ মিথ্যা বানোয়াট মামলা দিয়ে তাদের ওপর প্রতিনিয়ত হয়রানি করা হচ্ছে। আ ন ম শামসুল ইসলাম এদেশের লাখো লাখো শ্রমিক জনতার প্রিয় মুখ। রাতের আঁধারে তার মত সজ্জন রাজনীতিবিদকে গ্রেফতার করে সরকার তার ফ্যাসিবাদী চরিত্র জাতির কাছে তুলে ধরেছে। আমরা আ ন ম শামসুল ইসলামকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে আ ন ম শামসুল ইসলামের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

মহিব্বুল্লাহ বলেন, আ ন ম শামসুল ইসলাম দেশের একজন সাবেক আইন প্রণেতা। তিনি দীর্ঘদিন দেশ ও জাতির কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে বয়সজনিত কারণে তিনি ডায়বেটিস ও উচ্চ রক্তচাপসহ নানামুখী রোগে আক্রান্ত। তাকে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে হয়। এমন সময়ে তার মত সজ্জন ব্যক্তিকে রিমান্ডে নেয়া চরম অমানবিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ। আমরা সরকারের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাষায় বলতে চাই, রিমান্ডের নামে আ ন ম শামসুল ইসলামের ওপর কোন প্রকার নির্যাতন করা হলে দেশের জনগণ আপনাদের ফ্যাসিবাদী আচরণের দাঁত ভাঙা জবাব দিবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মহানগরী উত্তরের সহ-সভাপতি মিজানুল হক, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান পান্না, অধ্যাপক আব্দুল হালিম, সুলতান মাহমুদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

কুমিল্লার লাকসামে আওয়ামী লীগের ভয়াবহ সন্ত্রাস ও জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এবং গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

লাকসামে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে-মাওলানা এটিএম মা'ছুম

কুমিল্লা জেলার লাকসামে আওয়ামী লীগের ভয়াবহ সন্ত্রাস এবং জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের এবং অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মা'ছুম ১৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "৮ সেপ্টেম্বর কুমিল্লা জেলার লাকসামে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দলীয় নেতা ও কর্মীরা ব্যাপক সন্ত্রাসী

তান্ডব চালায়। তারা জামায়াত সমর্থিত লোকজনের ব্যবসায় ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ি-ঘরে ব্যাপক ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। তারা লাকসাম উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জামায়াত নেতা ডঃ সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকীর ১টি হাসপাতাল, ১টি স্কুল ভাংচুর করে এবং ১টি মাইক্রোবাস জ্বালিয়ে দেয়। ডাঃ মবিন সাহেবের হাসপাতাল ভাংচুর করে। পৌরসভা আমীর জয়নাল আবেদীনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করে। সন্ত্রাসীরা প্রায় ১৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ৬টি বাড়ি, ২টি গাড়িসহ ৪ থেকে ৫ কোটি টাকার ক্ষতিসাধন করে। এ সময় তারা ৮ জন নেতা- কর্মীকে আহত করে।

এসব সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্তদের গ্রেফতারের পরিবর্তে পুলিশ ১৫ সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে জামায়াতের ৩ জন কর্মীকে এবং সকালে ৩ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এক দিকে পুলিশ জামায়াতের লোকজনকে হয়রানি করছে, অপরদিকে সন্ত্রাসীরা তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। ফলে লাকসাম এলাকায় এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমি পুলিশের এই অন্যায় গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা দায়ের ও সন্ত্রাসী তাণ্ডবতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

অবিলম্বে সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ, ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান, গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মীর মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং এই সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী